সমকাল

তারিখ 26 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে অনিয়ম-দুর্নীতি

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে নানা দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজে একটি ওভারব্রিজ তৈরিতে আত্মসাৎ করা হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টাকা। রহস্যজনক কারণে কলেজ তহবিলের আড়াই কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পরিচালনা কমিটির এক সদস্যের মালিকানাধীন একটি বেসরকারি ব্যাংকে। শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও চলছে রমরমা বাণিজ্য। আর এসব কিছুর জন্য সাধারণ শিক্ষকরা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা আক্তারের দিকে। তবে এ বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষ সমকালকে বলেছেন, তিনি কোনো দুষ্কর্ম করেননি। এক সময় তা প্রমাণ হবেই।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ করেছেন কিছু অভিভাবক। এরই মধ্যে দুদক অনুসন্ধান শুরু করেছে। অন্যদিকে, অধ্যক্ষের অবৈধ নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট করেছেন খোদ পরিচালনা কমিটিরই এক সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি) মো. আবুল খায়ের। সব মিলিয়ে শতাধিক শিক্ষক ও প্রায় ৬ হাজার ছাত্রীর এ মহাবিদ্যালয় এখন সংকটকাল অতিক্রম করছে। পরিচালনা কমিটির সদস্যরাও নিজেদের প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তি নিয়ে স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

ওভারব্রিজ তৈরিতে দুর্নীতি : কলেজের দুটি পৃথক ভবনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ২০১২ সালের ৬ আগস্ট একটি ওভারব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। ২০১৩ সালের ২৩ জুলাই ঢাকা সিটি করপোরেশন কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে ওভারব্রিজটি নির্মাণের অনুমোদন দেয়। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ দেয়। সংশ্লিষ্ট পরামর্শক ওভারব্রিজের নকশা, অঙ্কন এবং টেন্ডার তৈরি করে ২০১৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক ও ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশ করে দরপত্র আহ্বান করে। অথচ, কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, ডিসিসি থেকে যে নকশা ও ডিজাইনের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল, সে অনুসারে দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। উপরন্তু, যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তার অনুমোদন সিটি করপোরেশন দেয়নি। যে মাপে (মেজারমেন্ট) ব্রিজ তৈরির দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা মানা হয়নি। কলেজের একাধিক সূত্র জানায়, ওভারব্রিজটি নির্মাণের ক্ষেত্রে অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ, পরামর্শক ও ঠিকাদার পরস্পরের যোগসাজশে মূল নকশায় পরিবর্তন এনে কমপক্ষে ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ অনিয়ম নিয়ে দুদকের সহকারী পরিচালক আশীষ কুমার কুণ্ডু তদন্ত করছেন বলে জানা গেছে।

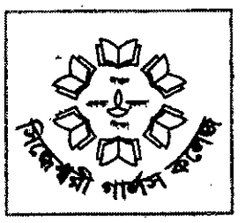

অভিযোগের আঙুল অধ্যক্ষের দিকে

অধ্যক্ষের ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ : অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা আক্তারের নিয়োগ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যথাযথ বিধি মেনে তার নিয়োগ হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে, অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য ৫ সদস্যের নিয়োগ কমিটি গঠন করতে হয়। যার সদস্য সচিব হন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। ২০০৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত বোর্ডের সভায় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ আফরোজা শিরিন হাজির ছিলেন না। তার অনুপস্থিতিতেই নিয়োগ কমিটি লিখিত পরীক্ষা পরিহার করে কেবল মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে তড়িঘড়ি করে কানিজ মাহমুদা আক্তারকে নিয়োগ দেয়। সম্পূর্ণ বেআইনি ও বিধিবহির্ভূতভাবে। এ নিয়োগ কমিটিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ছিল না। সূত্রমতে, নিয়োগ পাওয়ার পর অধ্যক্ষ প্রতি বছর কলেজ ফান্ড থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে এ যাবৎ প্রায় ৩২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আর একই সময়ে সরকারি এমপিও মারফতে আসা প্রায় ৮০ লাখ টাকা অবৈধভাবে সরিয়ে নিয়েছেন।

নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব ছাড়াই অধ্যক্ষের এই অবৈধ নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলেজ পরিচালনা কমিটির দু'জন সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি ও হিতৈষী সদস্য) হাইকোর্টে রিট করেন। এতে হাইকোর্ট অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কানিজ মাহমুদা আক্তারের নিয়োগ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং কেন নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া হবে না মর্মে ৪ সপ্তাহের রুলনিশি জারি করেন।

কলেজের তহবিলের যথেচ্ছ ব্যবহার : অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর কানিজ মাহমুদা আক্তার ২০০৮ সালের ২৩ জুন কলেজ তহবিলের দুই কোটি ৫০ লাখ টাকা রহস্যজনকভাবে মালিকানাধীন ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে কলেজ পরিচালনা কমিটির এক সদস্যের মালিকানাধীন ব্যাংকে স্থানান্তর করেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি নিজে লাভবান হয়েছেন এবং পরিচালনা কমিটির স্বার্থান্বেষী একটি মহলকে লাভবান করেছেন।

কলেজ সূত্র জানায়, বিধিবহির্ভূতভাবে ২০১০ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতিবাজ এই মহলকে অবৈধ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে অধ্যক্ষ দু'দফায় (তার বেতনের অতিরিক্ত) ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে ৫৯ হাজার টাকা আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ভাতাসহ বর্তমানে তিনি নিজ বেতনের বাইরে প্রতি মাসে ৬৫ হাজার টাকা নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ হিসেবে তার বেতন স্কেল ২৫,৭৫০/- ইবি- ১০০০/- টাকা। তিনি বেতনের চেয়ে আড়াইগুণ বেশি টাকা অতিরিক্ত ভাতা হিসেবে নিচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি তার গৃহকর্মীদের মাস্টার রোলে কর্মরত দেখিয়ে কলেজ তহবিল থেকে বছরে প্রায় ৮০-৯০ হাজার টাকা তুলে নিচ্ছেন।

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি : কলেজের শিক্ষকরা জানান, কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত ডুপ্লেক্স ভবনে কানিজ মাহমুদা আক্তার তার ঘনিষ্ঠজনকে বছরের পর বছর থাকতে দিয়েছেন। নিজে অন্য বাসভবন দখলে রেখে বসবাস করছেন। এভাবে তিনি অন্যান্য সিনিয়র শিক্ষককে আবাসন সুবিধা থেকে বছরের পর বছর বঞ্চিত রেখেছেন। একই সঙ্গে আর্থিক সুবিধা পেতে এবং ছাত্রী হলে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নিজের ঘনিষ্ঠজনকে বছরের পর বছর মেট্রনের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন।

কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তিনি লাখ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। কলেজের টাকায় কেনা গাড়িতে কলেজের নাম সংবলিত কোনো স্টিকার লাগানো হয়নি। অধ্যক্ষ কলেজের কাজ ছাড়াও যথেচ্ছভাবে গাড়িটি ব্যবহার করেন। এ গাড়ির জ্বালানি বাবদ মাসে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা কলেজ থেকে তুলে নেন। এ ছাড়া শিক্ষকদের বকেয়া ন্যায্য পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত পরিচালনা কমিটির এক সিদ্ধান্তকে অধ্যক্ষ পাশ কাটিয়ে যান বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

অধ্যক্ষের বক্তব্য : অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা আক্তার তার বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে গত বৃহস্পতিবার সমকালকে বলেন, 'তিনি কোনো দুর্নীতি করেননি। ওভারব্রিজ নির্মাণ নিয়ে ১২ সদস্যের প্রকল্প কমিটি করা হয়েছিল। তারাই সব কিছু করেছে। নকশা পরিবর্তন করা হয়েছিল।' তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায় নয়, তা অন্যের দৃষ্টিতে অন্যায় মনে হতে পারে। এ-সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে কাগজপত্র তিনি দুদকে দিয়েছেন। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে।' এসব অভিযোগ থেকে তিনি খালাস পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। নিয়োগ-সংক্রান্ত অনিয়ম প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, 'তার নিয়োগ তিনি নিজে দেননি। তা হয়েছে কমিটির মাধ্যমে। তিনি ৩০ বছর ধরে এমপিওভুক্ত শিক্ষক। নিয়োগে ত্রুটি থাকলে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখবে।' যমুনা ব্যাংকে কলেজ তহবিলের টাকা স্থানান্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তিন বছর আগে এই ব্যাংক হিসাবটি খোলা হয়। সেখানে ছাত্রীরা তাদের বেতন ও ফি পরিশোধ করে থাকে। এক কোটির বেশি হলে সেই হিসাব থেকে টাকা উত্তরা ব্যাংকে সরিয়ে নেওয়া হয়।' অন্যান্য অভিযোগ তাহা মিথ্যা বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের বক্তব্য : সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এএস মাহমুদ এ প্রসঙ্গে সমকালকে বলেন, 'অধ্যক্ষ খুবই কর্মক্ষম এবং কলেজের সবাই তাকে পছন্দ করেন। কমিটির কিছু দুষ্ট প্রকৃতির সদস্য তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। আগের কমিটি যাদের চাকরিচ্যুত করেছিল, তারাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।' সব মিলিয়ে তিনি নিজেও খুব বিব্রত বলে জানান। সচিব বলেন, 'ওভারব্রিজ নির্মাণে কোনো অনিয়ম হয়নি। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা কমিটি আছে। কেউ একা কিছু করতে পারেন না। অধ্যক্ষের নিয়োগ যথাযথভাবে হয়েছে, যা কিছু বলা হচ্ছে তা সত্য নয়।'